BNGE : Sem (H) - 4th

Teacher: Dr. Biswajit Podder

বাংলা ভাষার লক্ষন ও স্তর বিভাগ

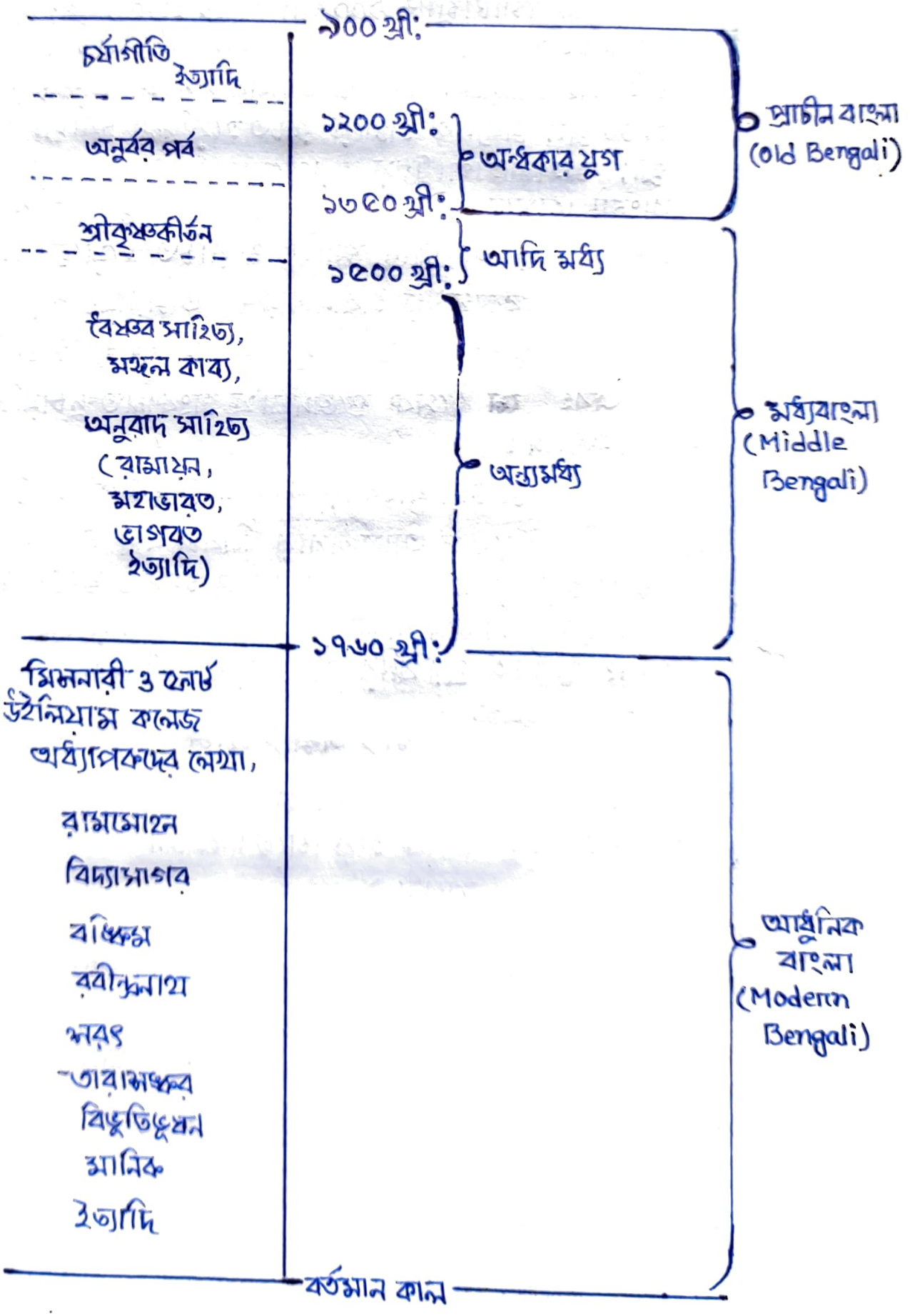

②

প্রাচীন বাংলা

প্রাচীন বাংলা: বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকদের মতামত অনুসারে প্রাচীন বাংলা স্থিতিকাল মোটামুটি ৯০০ খ্রী: থেকে ১৩৫০ খ্রী: পর্যন্ত। তবে ১২০০ থেকে ১৩৫০ খ্রী: পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে কোন সাহিত্য রচিত হয়নি তাই এই সময়কালকে বলে অনুর্বর পর্ব বা অন্ধকার যুগ। তবে ৯০০ ১২০০ খ্রী: মধ্যবর্তী সময়ে রচিত হয়েছিল চর্যাপদ। যেটি ১৯১৬ খ্রী: মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে প্রকাশ করেছিলেন। এই সময়ে কিছু অপ্রধান সাহিত্যও রচিত হয়েছে। যেমন-

বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের- 'অমরকোষে'র টীকা।

বৌদ্ধকবি ধর্মদাসের- 'বিদগ্ধ মুখমন্ডন'।

এবং 'সেক শুভোদয়া'য় সংকলিত দুচারটি বিচ্ছিন্ন বাংলা গান ইত্যাদি।

প্রাচীন বাংলার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিষম ব্যঞ্জনে গঠিত যুক্তব্যঞ্জন মধ্য ভারতীয় আর্যে সমব্যঞ্জনে গঠিত যুগ্মব্যঞ্জনে পরিনত হয়েছিল। প্রাচীন বাংলায় ঐ যুগ্মব্যঞ্জনের একটি লোপ পেয়েছি। এবং পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির ক্ষতিপূরক দীর্ঘিভবন ঘটেছিল।

যেমন-

জন্ম > জম্ম > জাম

২) নাসিক্য ব্যঞ্জন অনেক সময় লোপ পেয়েছে এবং পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়ে গেছে। যেমন-

শান্দেন > সাঁদে

৩) পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনির মাঝখানে প্রায়ই 'য়' শ্রুতি এসে গেছে।

যেমন- শৃগাল > শিআল > শিয়াল

৪) স্বরমধ্যস্থ একক মহাপ্রান ধ্বনি প্রায়ই 'হ' কারে পরিনত।

যেমন- মহাসুখ > মহাসুহ

৫) শ > স

যেমন: এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করনক পাটের আস (< আশা

(অপ্রাণীবাচক) মুখ্য কর্ম = কি ?
(প্রাণীবাচক) গৌণ কর্ম = কাকে ?

৬) পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক স্বরধ্বনি বজায় ছিল।
যেমন - উদাস > উআস।
কিন্তু পদান্তের একাধিক স্বর যৌগিক স্বররূপে প্রথমে উচ্চারিত হত। ক্রমে একক স্বরে পরিণত হল। যেমন -
ভনতি > ভনই

প্রাচীন বাংলার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১) কর্তৃকারকে 'শূন্য' বিভক্তি দেখা যায়।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।
কখনো কখনো অনির্দিষ্ট কর্তায় 'এ' বিভক্তি দেখা যায় -
দুখের তেন্তুলি কুম্ভীরে খাঅ।

২) গৌনকর্ম ও সম্প্রদান কারকে - ক/কে/রে/শূন্য বিভক্তি দেখা যায়। - লুই ভনই গুরু পুচ্ছিঅ জান।

৩) মুখ্য কর্মে শূন্য বিভক্তি দেখা যায়।
- কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ।।

৪) করন কারকে বহুল প্রচলিত বিভক্তি - 'এ'
- জোনে ভরিতী করুনা নাবী।।

৫) অধিকরনের বিভক্তি - এ/ই/ত/তেঁ
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।
হাঁড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী।

৬) সম্বন্ধ পদের বিভক্তি ছিল - 'র' 'ক', 'এর'
এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করনক পাটের আস।
(ছন্দের বন্ধ ও ইন্দ্রিয়পটুতার আশা ত্যাগ করো)

৭) ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া গঠিত হত - 'ইব' যোগে।
মই ভাইব (আমি ভাববো)।